বাগদাদ থেকে দামেশ-(পর্ব-১৮)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়, দাউলাতুল ইসলামীয়া সিরিয়ায় "একঘড়ে" হয়ে পড়ে। এদিকে ইরাকে তারা ৪০% / ৫০% ভূমির দখল হারায়। ইরাকে দাউলার সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হাজার। সিরিয়ায় সৈন্য সংখ্যা ১৭৫৭ জন প্রায়। সিরিয়ায় দাউলাতুল ইসলাম প্রচুর সৈন্যসঙ্কটে পড়ে। ইরাক থেকে সিরিয়ায় সৈন্য স্থানান্তর সম্ভব নয়। কারণ ইরাকী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে কোনো সময় বড় ধরণের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। কায়দাতুল জিহাদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় বিদেশী সৈন্য সংগ্রহের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তুরস্ক হয়ে বিদেশী মুহাজিরীনরা সিরিয়ায় প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু দাউলার সাথে তুরস্কের সম্পর্কেরও অবনতি ঘটেছে। যদিও তুরস্ক হয়ে কিছু সৈন্য এখনো আসে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। এখন সিরিয়ানদের থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সিরিয়ায় ব্যবহার করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো গতি নেই।

.

নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য দাউলাতুল ইসলামীয়া কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১: মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিপক্ষ গ্রুপগুলোর শরয়ী বৈধতা খর্ব করা। খিলাফাহ গঠণের পরিকল্পনাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। এভাবে প্রতিপক্ষ সৈন্যদেরকে দাউলার প্রতি আকর্ষণ করে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা।

২: অন্যান্য গ্রুপগুলোর তৃণমূল নেতাদেরকে সুযোগ-সবিধা দিয়ে দলে ভিড়ানো। এবং তাদের দিয়ে "বায়াত প্রদান" অনুষ্ঠান করে, সেই ভিডিও অনলাইনে প্রচার করা। যাতেকরে অন্যদের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলা যায়। অন্যান্য গ্রুপের দখলে থাকা তেলক্ষেত্রগুলো নিজেদের দখলে নেয়া। এবং সেই অর্থ দিয়ে সৈন্যদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা। যেমন: দাউলা দের আজ-জুরে নুসরার দখলে থাকা তেলের খনি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। যেখানে নুসরার একজন সৈনিকের মাসিক ভাতা ১৫০ ডলার, সেখানে দাউলার একজন সৈনিকের মাসিক ভাতা ১২০০ ডলার। এই হিসাব ছয় মাস আগের। বর্তমানে হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

৩: দাউলার বিরুদ্ধে যুদ্ধভাবাপন্ন দলগুলোর উপর আত্মঘাঁতী হামলা অব্যাহত রাখা। এভাবে সেই দলটি ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে থাকবে।

৪: নতুন এলাকা দখলে নিয়ে, এলাকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

.

যুদ্ধপীড়িত সিরিয়ায় যুবকদের সর্বোত্তম পেশা যুদ্ধ করা। একারণে, দাউলা নতুন এলাকা দখল করে, এলাকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অনেক নতুন সৈন্য সংগ্রহে সক্ষম হয়। একটি শহর দখলে নিতে যদি দাউলার ২০০ সৈন্য নিহত হয়, শহরটি জয় করার পর, দাউলা কমপক্ষে এক হাজার নতুন সৈন্য সংগ্রহ করতে পারে। অগনিত অস্ত্র-সস্ত্র এবং অর্থ গণিমাত তো আছেই। একারণে বসে না থেকে, নতুন নতুন শহর জয় করা বেশি লাভজনক। বিশেষ করে শিয়াদের তুলনায় সুন্নীদের শহর জয় করলে বেশি লাভবান হওয়া যায়। শিয়াপ্রধান শহর থেকে নতুন সৈন্যের তেমন আশা নেই। এবং শিয়াদের পক্ষ থেকে কঠিন প্রতিরোধের মুখমুখি হতে হয়। অপরদিকে সুন্নীদের শহর দখলে নিলে প্রচুর নতুন সৈন্য পাওয়া যায়। তেমন কোনো কঠিন প্রতিরোধের শিকার হতে হয় না।

.

দাউলাতুল ইসলাম শিয়াদের উপর একেবারে আক্রমণ করে না, বিষয়টি এমন নয়। বরং শিয়াদের এলাকায় আক্রমণের সংখ্যা খুবই কম সুন্নীদের তুলনায়। দাউলাতুল ইসলাম ২০১১ সালের শেষের দিকে সিরিয়ায় প্রবেশ করে। খিলাফা ঘোষণা দিয়েছে এক বছর হলো। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে দাউলা বাশার থেকে একক ভাবে কোনো শহর দখল করেছে এমন ইতিহাস নেই। শুধু পালমিরা (Palmyra) ছাড়া।২০১৫ সালে ১১ ফেব্রুআরী দাউলা বাশার থেকে সর্বপ্রথম পালমিরা দখল করে। বর্তমানে সিরিয়ার প্রায় ৬০% এলাকা দাউলার দখলে। সবগুলো

এলাকা দাউলা মুজাহিদীনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। যেগুলো মুজাহিদীনরা অনেক রক্তের বিনিময়ে বাশার থেকে দখল করে ছিলো। কিছু এলাকা তো এমন যে, দাউলা সেগুলো মুজাহিদীন থেকে কেড়ে নিয়ে বাশারের হাতে ছেড়ে দেয়। যেমন হাসাকা,হোমস,হলব,দের আজ-জুর ইত্যাদি শহরগুলো দাউলা মুজাহিদীন থেকে কেড়ে নেয়, এবং শহরগুলোর অনেক এলাকা বাশারের হাতে ছেড়ে দেয়।

.

২০১৪ সালের জুলাই এর প্রথম সপ্তাহগুলোতে দাউলাতুল ইসলাম মাত্র দু'সপ্তাহে ইরাকের একতৃতীয়াংশ ভূমি দখল করে। যার সবকটি সুন্নী শহর। খিলাফাহ ঘোষণার পর, গত একবছরেও দাউলা ইরাকের কোনো শিয়াপ্রধান শহর দখলে নিতে পারেনি। দাউলা ভালো করেই জানে সম্পূর্ণ ইরাক কখনোই তাদের দখলে আসবে না। তাই দেরি না করে তাড়াহুড়া করে খিলাফা ঘোষণা করলে, জিহাদ মুখরিত অন্যান্য ভূমি থেকে মুহাজিরীনদের আকর্ষণ করা যাবে। এবং শাইখ বাগদাদীর প্রতি বায়াত প্রদান করাকে ওয়াজীব করার সুযোগ তৈরি হবে।

.

কোনো নতুন শহরে আক্রমণ করতে দাউলাকে তেমন ব্যগ পেতে হয় না। যেমন, 'কোবানী' সিটি থেকে যারা শাইখ বাগদাদীকে বায়াত দিয়েছিলো, তাদের দিয়েই কোবানীতে আক্রমণ করা হয়েছিলো। একমাস দীর্ঘ কোবানী যুদ্ধে যখন নতুন সৈন্যরা আহত-নিহত হয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পরলো, তখন দাউলা কোবানী মিশন স্থগিত করলো। কুর্দিস্তান থেকে দাউলা প্রায় আট হাজার নতুন সৈন্য পেয়ে ছিলো। তাদেরকে-ই কুর্দী সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। একারণে দাউলাতুল ইসলাম এক সাথে কয়েকটি সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। কারণ নতুন সৈন্যদের বসিয়ে না রেখে কাজে লাগালে আরো নতুন সৈন্য এবং গণিমত পাওয়া যাবে। এতোসব ঘটেছিলো খিলাফাহ ঘোষণার পরবর্তী সময়গুলোতে। আমরা এখন খিলাফাহ ঘোষণার পূর্বমুহূর্তটি ব্যাখ্যা করবো।

.

দাউলাতুল ইসলাম সিরিয়ায় সৈন্যসঙ্কটে পড়ে। খিলাফাহ ঘোষণার এক-দু'মাস পূর্বেও দাউলার সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১৭৫৭ জন। অপরদিকে আহরার আশ-শামের সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। লেওয়া আত-তাওহীদের সৈন্য সংখ্যা ২০ হাজার। ফ্রি-সিরিয়ান আর্মীর সৈন্য সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। এই গ্রুপগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করার মত পর্যাপ্ত সৈন্যবল দাউলার নেই। নিজেদের অস্তিত্ব টিকানোর জন্য দ্রুত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

.

নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য উপরে গৃহিত চারটি পরিকল্পনা ফলপ্রসু হওয়ার জন্য প্রয়োজন খিলাফাহ ঘোষণা দেয়া। ২০১১ সাল থেকে দাউলা সিরিয়ার সকল গ্রুপকে নিজেদের অধীনে আনার চেষ্টা করছে। অনেক অস্ত্রবাজি করেও তা সম্ভব হয়নি। এখন খিলাফাহ ঘোষণার মাধ্যমে তাদের উপর দাউলার কর্তৃত্ব খাটানোর বৈধতা পাওয়া যাবে। খিলাফাহ ঘোষণার মাধ্যমে সিরিয়ার অন্যান্য গ্রুপগুলোর অভ্যান্তরে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা যাবে, যেমন ভাবে "দাউলাতুল ইরাক & শাম" ঘোষণার মাধ্যমে করা হয়েছিলো। অপরদিকে কায়দাতুল জিহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে দাউলাতুল ইসলাম খোরাসান বাহিনীকে চেলেঞ্জ করেছে। অতএব এই প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে খিলাফাহ ঘোষণা সময়ের দাবি। এবং খিলাফাহ ঘোষণা মুসলিমবিশ্ব থেকে নতুন সৈন্য আগমনের পথ খুলেদিবে।

.

খিলাফাহ ঘোষণাকে মহনীয় করতে প্রয়োজন কোনো ঐতিহাসিক শহরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা। ইতিহাসে "দামেশক" শব্দটি যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনি "বাগদাদ" শব্দটিও সুপ্রসিদ্ধ। বাগদাদকে কেন্দ্র করে রয়েছে ক্ষমতার

পালা বদলের মেলা ইতিহাস। সিরিয়ায় তিন বছর যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে ইরাকের প্রতি একদম মনোযোগ দেওয়া হয়নি। ইরাকে পর্যাপ্ত সৈন্য রয়েছে। প্রায় চার হাজার। এদের দিয়ে যদি বাগদাদ দখল করা যায়, তাহলে খিলাফাহ ঘোষণা ফলপ্রসু হবে।

.

দাউলাতুল ইসলাম সিরিয়ায় কিছু এলাকা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলো। দাউলাতুল ইরাকে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে লাগলো। প্রায় দুই মাস বা কিছু বেশি সময় ধরে দাউলা ইরাকে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে থাকে। ২০০৬ সালে যেই শহরগুলো নিয়ে "দাউলাতুল ইরাক" ঘোষণা করা হয়েছিলো, তার কিছু শহর এখন ইরাকী সেনাবাহিনীর দখলে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে, দাউলাতুল ইরাক সেই শহরগুলো পুনরদখল নিতে শুরু করে। ইরাকী সেনাবাহিনী তেমন কোনো প্রতিরোধ না করেই শহরগুলো দাউলার হাতে ছেড়ে দেয়। প্রচুর অস্ত্র-সস্ত্র গণিমাহ পায়। মাত্র দু'সাপ্তাহে শহরগুলো পুনরদখল করে দাউলা বাগদাদ প্রবেশের চেষ্টা করে।

.

ঠিক তখন কাকতালীও ভাবে জাতিসংঘে ইরাক নিয়ে কনভারশেসন চলছিলো। বৃহত্তম ইরাক ভেঙ্গে তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েমের দর কষাকষি চলছিলো ইরান এবং ইজরাইল-মার্কিন জোটের মধ্যে। সুন্নী,শিয়া, কুর্দী, এই তিন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পর্যালোচনা ২০০৬ সাল থেকে চলছে। ইরাক-ইরান বরাবর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছিলো। ২০১৪ সালে জুলাই মাসে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে বৃহত্তম ইরাক ভেঙ্গে তিন টুকরো করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। এজন্যই যখন দাউলাতুল ইরাক সুন্নী প্রধান শহরগুলো পুনরদখল করতে আক্রমণ শুরু করে, তখন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই ইরাকী সেনাবাহিনী শহর ত্যাগ করে। যদি তাই না হয়, তাহলে কেন খিলাফাহ ঘোষণার একবছর পরও আইএস বাগদাদ জয় করতে পারলো না..? অথচ মাত্র দু'সপ্তাহে ইরাকের একতৃতীয়াংশ জুরে সুন্নী শহরগুলো তারা জয় করে বাগদাদ সীমান্তে পৌঁছেগেলো..!!
বিষয়টি ক্লিয়ার করতে, দৈনিক ইত্তেফাকের এই সংবাদটি পড়তে পারেন .archive.ittefaq.com.bd/index.php…

.

দাউলাতুল ইসলাম বাগদাদ জয় করতে চায়নি, বিষয়টি এমন নয়। বরং তারা বাগদাদ জয়ের জন্য যথেষ্ট খেটেছে। এখনোও খাটছে। কিন্তু মোড়লদের ইচ্ছা না থাকায় বাগদাদ এখনো জয় হচ্ছে না। দাউলাতুল ইরাকের উপর আমেরিকা কখনোই বিমান হামলা করতে চায়নি। এবং বিমান হামলা করাও হতো না, যদি দাউলা নিজেকে সুন্নী শহরগুলোতে সীমাবদ্ধ রাখতো। যখন দাউলা শিয়া এবং কুর্দীদের শহরগুলো দখলে নেয়ার চেষ্টা করলো, তখন আমেরিকা বোমারু বিমান নিয়ে উড়ে এলো তাদের পরিকল্পিত তিনটি রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করতে। জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহগুলোতে যখন দাউলা একের পর এক ইরাকী সুন্নী শহর জয় করছিলো, তখন ইরাকী প্রশাসন আমেরিকার কাছে বিমান হামলা তলব করেছিলো। কিন্তু আমেরিকা তা নাকচ করে দেয়। এবং বলে, এটা ইরাকের অভ্যান্তরীণ বিষয়। ইরাক তাদের অভ্যান্তরীণ সমস্যা সমাধানে সক্ষম।

.

২০১৪ সালে ২৬ জুন টাইম পত্রিকা ৮ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে ইরাক ভেঙ্গে তিনটি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। মানচিত্রের মাধ্যমে কোন কোন শহর কাদের অধীনে থাকবে তাও বলা হয় ।একটি আরবী ওয়েবসাই সেই রিপোর্টটি আরবী অনুবাদ করে। এখানে আরবী অনুবাদের লিংক দেয়া হলো: দুখিত, ফেসবুক লিংটির অনুমদন দিচ্ছে না। ইংলিশে পড়ার জন্যে এই লিংকে
যান: www.informationclearinghouse.info/article38933.htm
এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো, জুনের ২৬ তারিখে রিপোর্টি প্রকাশ করা হয়। এবং জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে

ইরাকে হামলা করা হয়। ২৯ জলাই-য়ে খিলাফা ঘোষণা করা হয়। আমেরিকা চায় ইরাক ভেঙ্গে আলাদা সুন্নি রাষ্ট্র হোক। সেই রাষ্ট্রকে আপনি খিলাফা নামে ডাকেন বা দাউলা নামে ডাকেন তা আপনার ব্যাপার। আমেরিকার তাতে কিছুই আসে-যায় না।
আমি এ-কথা বলি না যে, দাউলাতুল ইসলাম আমেরিকার সাথে আতাঁত করে কাজ করছে। বরং আমেরিকা এমন ভাবে নকশা তৈরি করেছে, দাউলাতুল ইসলাম সয়ংক্রিয় ভাবে তা অনুসরণ করছে। এদিক সেদিক হলেই বোমবিং করে নিয়ন্ত্রণ করাহচ্ছে।

.
২৯ শে জুলাই, ১৪৩৫ হিঃ প্রথম রমযান। শাইখ বাগদাদী বুঝলেন বাগদাদ জয় এতো সহজে হবে না। দেরি না করে, এখনই খিলাফাহ ঘোষণা করা উচিত। প্রথম রমযান রোজ শুক্রবার মসুলের জামে কাবীর মসজিদে জুমার নামাজে ইমামতি করেন শাইখ বাগদাদী। জুমার প্রথম খুৎবায় তিনি খিলাফাহ ঘোষণা দেন।

.
অপ্রত্যাশিত এই ঘোষণা অর্ধশত বছর জিহাদের ময়দানে বিচরণকারী মুজাহীদ আমীর-উমারাদের গালে চপেটাঘাতের মত। ফিকহী কিতাবাদিতে খিলাফাহ কায়েমের যত শরত-শারায়েত পঠন-পাঠন করে আসছিলেন, আজ সব মুছেফেলে নতুন করে বাগদাদীর কাছে সবক নে'য়ার প্রয়োজন দেখাদিলো। ঘোষণার এক-দু'মাস পর কিছু কিছু স্থান থেকে সাড়া-ও মিললো। লিবিয়া,ইয়েমেন,সিনাই,নাইজেরিয়া ইত্যাদি ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে শাইখ বাগদাদীর কাছে বায়াত প্রদান করা হয়। ইরাক-শামের পর, লিবিয়ায় দাউলার শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। এরপর সিনাই, এরপর ইয়েমেন। ককেসাস থেকে দাউলাতুল ইসলামকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বায়াত দেয়া হয়। কিন্তু ইমারাতে কাউকাজ বা ককেসাস-এর আমীর ভিডিও বার্তায় কঠর ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং এটাকে ফিতনা বলেন। ককেসাসের আমীরের বক্তব্যের ভিডিও লিংক:http://youtu.be/VOvuiSAbYjM. এই লেখাটি তৈরি করা পর্যন্ত সর্বশেষ নাইজেরিয়া থেকে বোকো হারাম দাউলাকে বায়াত প্রদান করে।

.
খিলাফাহ ঘোষণার পর, মুসলিমবিশ্বে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরলো, হয়তো আমেরিকা আবার লাখ লাখ মুসলিম হত্যা করবে। কিন্তু আমেরিকা একা যুদ্ধে না এসে আরব দেশগুলোকে সঙ্গে নিলো। এবং চলমান ক্রসেড যুদ্ধকে মোর ঘুড়িয়ে শিয়া-সুন্নির যুদ্ধে পরিণত করলো। ফলে মুসলিম জাতির ভ্যাটিকেন সিটি জয়ের স্বপ্ন, স্বপ্ন-ই রয়েগেলো।

.
পরিশিষ্ট
------------
প্রিয় পাঠক!
এই সিরিজটি নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থের অনুবাদ নয়। একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এটি সংকলন করা হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলামী ওয়েবসাইট এবং ইসলামী মিডিয়া সেন্টারগুলো থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ যোগ্য উৎস হচ্ছে, দাউলাতুল ইসলামিয়া-এর অনুগত আল-হায়াত ফাউন্ডেশন ( مأسسة الحياة للانتاج الاعلامي) এবং আন-নুসরা ফ্রন্ট-এর মিডিয়া শাখা (المنارة البيضاء للانتاج الاعلامي) নীচের দুটি ইসলামী সাইট থেকেও সহযোগিতা নিয়েছি: www.alarabiya24.com,www.arabi21.com, দাউলাতুল ইসলামীয়া সম্পর্কে আরো জানতে, এবং এই সিরিজের সকল অডিও, ভিডিও ডকুমেন্ট এবং আর্টিকেল পড়তে এই লিংকে যান: jaraem.kfasad.cf/
.

ভাষাগত ত্রুটি থাকা সত্যেও, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সিরিজটি লিখতে শুরু করেছিলাম। আলহামদু লিল্লাহ আজ শেষ হলো। আশা করি ভাষাগত ত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। কোনো ভাই যদি এই সিরিজটির প্রুফ দেখে ভাষাগত ভুলগুলো সংশোধন করতে চান, অবশ্যই তার অনুমতি আছে। কেউ যদি আরো প্রমাণ ভিত্তিক তথ্য যোগ করতে চান তারো অনুমতি আছে। পিডিএ ফাইল তৈরি করতে চাইলে ইনবক্সে আমার সাথে কথা বলার অনুরোধ করছি।
একটি বিষয় মনে রাখা উচিত যে, এই সিরিজে দাউলাতুল ইসলাম-এর শরয়ী বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বরং সংক্ষেপে দাউলাতুল ইসলামের সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
.
রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোক হলো যারা আমার সতাব্দীতে আছে। এরপর যারা আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে। এরপর যারা আমার সাহাবীদের অনুসরণকারীদের অনুসরণ করবে। [বুখারী-3650]
সাহাবী, তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ী এই তিন শতাব্দী পর মুসলিমবিশ্ব আঁধারে ছেয়ে যায়। সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রাসূল সঃ-এর উত্তরাধিকারী মুজাদ্দীদ, ইমাম,ফক্বীহগণ উম্মতকে পথ দেখাতে থাকেন। প্রতিটি শতাব্দীতে নতুন নতুন ফিতনা দেখাদিতে থাকে। ইমাম,ফক্বীহগণ কিতাবাদি লিখে উম্মতের সামনে হক্ব-বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করতে থাকেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজ ১৪৩৬ হিজরীর গোড়ায় উপণীত হয়েছি। আমাদের এই শতাব্দীও যথেষ্ট ফিতনাপূর্ণ। বিশ্ববরেণ্য আলেম, মুফতী, ফক্বীহগণ আরবী ভাষায় চলমান ফিতনা নিয়ে পর্যাপ্ত খেদমত করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী আলেম, মুফতী, ফক্বীহগণ-ও পিছিয়ে নেই। তবে বাংলা ভাষায় এখনো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে কাজ করার লোক খুবি-ই কম। এই অধমের কাঁচা হাতে লেখা "বাগদাদ থেকে দামেশক" সিরিজটিকে খেদমতের সেই শূন্যস্থান পূরণেন প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে আল্লাহ কবুল করুন। আমীন, আলহামদু লিল্লাহি রব্বুল আ'লামীন।